আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলাঃ বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (২২ জানুয়ারি,২০১৯) বুলেটিন নং ১১৩	২২ জানুয়ারি হতে ২৬ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ১৮ জানুয়ারি হতে ২১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১৮ জানুয়ারি	১৯ জানুয়ারি	২০ জানুয়ারি	২১ জানুয়ারি	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৩	৩০.০	২৭.৬	২৫.০	২৫.০-৩০.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৫.০	১৫.৫	১৬.৭	১৭.০	১৫.০-১৭.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪১.০-৯১.০	২৯.০-৯১.০	৫৬.০-৭৪.০	৪৬.০-৭৯.০	২৯.০-৯১.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৭	৩.৭	২০.৪	১৩.০	৩.৭-২০.৪
মেঘের পরিমান (অক্টা)	০	২	২	২	০-২
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২২ জানুয়ারি হতে ২৬ জানুয়ারি, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৯.৪-২৬.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১০.১-১৪.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩০.০-৭৪.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৭-৩.৬
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারণ পরামর্শ:

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস মতে আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের আবহাওয়া শুষ্ক অবস্থার সাথে আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বিরাজমান থাকবে। জেলার সর্বত্র মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে । রাতের তাপমাত্রা আংশিক বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামী ৭২ ঘন্টায় শেষের দিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। গত চার দিন জেলার সর্বত্র শুষ্ক অবস্থা বিরাজমান ছিল। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস মতে জেলার সর্বত্র শুষ্ক অবস্থা বিরাজমান থাকবে। বর্তমান আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে জমিতে সেচ, সার, ও কীটনাশক দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

সবজি:

- সেচ প্রদান করুন।
- বহুবর্ষজীবী সবজির ক্ষেত্রে অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে, অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পরিপক্ক টমেটো সংগ্রহ করুন।

বোরো ধান:

- সেচ দিয়ে বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- প্রতিদিন সকালে জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতক জমিতে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- ভালোভাবে অঙ্কুরোদগমের জন্য বীজতলায় ছাই ছিটিয়ে দিন।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা দিনের বেলা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং বিকেলে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- বীজতলায় ২-৩ সে.মি. পানির স্তর বজায় রাখুন।
- চারা রোপনের জন্য মূল জমি তৈরি শুরু করুন।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।

বীজতলা থেকে চারা রোপণ-

- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন।

আলু:

- হালকা সেচ প্রদান করুন। কন্দ লাগানোর ৬০ দিন পর দ্বিতীয় এবং ৮০ দিন পর তৃতীয় সেচ প্রদান করতে হবে।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে নাবী ধ্বসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- সেচ প্রয়োগ করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লিফ মাইনর, শোষক পোকা, টিক্কা রোগ দেখা দিতে পারে। লিফ মাইনর নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ক্লোরোপাইরিফস @২.৫ মিলি অথবা কুইনালফস @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। শোষক পোকার জন্য প্রতি লিটার পানিতে মনোক্রোটোফস @ ১.৬ মিলি অথবা ইমিডাক্লোরোপিড @ ০.৩ মিলি অথবা ডাইমেথয়েট @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। টিক্কা রোগের জন্য প্রতি একরে ম্যানকোজেব @ ৪০০ গ্রাম+কার্বেন্ডাজিম @ ২০০ গ্রাম অথবা হেক্সাকোনাজল @ ৪০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-4 মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরোপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- নারিকেল গাছে ১৫ দিন পর পর সেচ প্রয়োগ করুন।
- আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।

- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমানে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।